শিল্পীর তুলিতে ব্রিটেনের নব-নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। মুম্বইয়ের রাস্তায়। ঋণ রয়টার্স

ঋষিমশাই বসেন পূজায়

মৈত্রীশ ঘটক

সাধারণ নির্বাচনে জিতে নয়, টোরি পার্টির সমর্থনে যাঁর 'কামব্যাক', সেই ঋষি সুনকের সামনে আর্থিকভাবে ধ্বস্ত ব্রিটেনকে উদ্ধারের মহাযজ্ঞ। মানুষের ব্যক্তিসত্তার তো আসলে নানাদিক। তাই 'ভারতীয় বংশোদ্ভূত', 'হিন্দু' বা 'অভিবাসী-সন্তান'-এর অঙ্কে না-মেপে আমাদের উচিত আসন্ন চ্যালেঞ্জের রণক্ষেত্রে তাঁর যুদ্ধনীতি দিয়ে তাঁকে বিচার করা।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি সুনকের ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হওয়া যেমন ঐতিহাসিক ঘটনা, আবার ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে এমন গুরুদায়িত্ব নেওয়া কাঁটার মুকুট পরার মতোই। দেশের অর্থনৈতিক সংকট চরমে। কোভিড সংকট এখন প্রশমিত হলেও তার কারণে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের জের, তা এখনও চলবে কিছুদিন। আর, ব্রেক্সিটের ভোট ২০১৬ সালে হলেও, তা জারি হয় ২০২১ সালের গোড়া থেকে, যার ফলে দেশে শ্রম এবং নানা পণ্য ও পরিষেবার জোগান ধাক্কা খায়। এর পূর্ণ রূপ কোভিড সংকটের কারণে বোঝা যায়নি, এখন হাড়ে-হাড়ে বোঝা যাচ্ছে। তার ওপর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ চলছে। যার ফলে একদিকে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বাড়ানোর চাপ, অন্যদিকে যুদ্ধের ফলে জ্বালানির দাম আকাশছোঁয়া। সব মিলিয়ে মুদ্রাস্ফীতির হার এখন সাম্প্রতিক ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি (২০২২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ১০% অতিক্রম করেছে, যা আটের দশকের গোড়ার পরে কখনও হয়নি)। আসন্ন শীতে জনসংখ্যার একটা বড় অংশ জ্বালানির খরচ কী করে জোগাবে, সেই দুশ্চিন্তায় আছে।

তাই এই মুহূর্তে অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং দেশীয় রাজনীতির যা হাল, তাতে সুনকের প্রতি খানিকটা সহানুভূতিশীল না হওয়া মুশকিল। ওঁর জায়গায় যে-ই আসতেন, তাঁর জন্য কাজটা সোজা হত না। ব্রিটেন প্রসঙ্গে একটা কথা আছে না— এ দেশের লোক যে কাজগুলো করতে চায় না, সেগুলোর দায়িত্ব অভিবাসীদের ওপর গিয়ে পড়ে! যদিও সুনক ব্রিটেনে জন্মেছেন ও বড় হয়েছেন, কিন্তু তাঁর পরিবার অভিবাসী, তাই সেদেশের দক্ষিণপন্থীদের একটি অংশের কাছে তিনি 'বহিরাগত' হিসেবেই পরিগণিত হবেন।

প্রথম অ-শ্বেতকায় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুবাদে ঋষি সুনককে ঘিরে ব্যক্তিসত্তার রাজনীতির একটি প্রবল কলরোল চলছে। তিনি 'ব্রিটিশ-ভারতীয়' এবং 'হিন্দু' হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করেন, তাই একটা মহল তাঁর ব্রিটেনের উচ্চতম রাজনৈতিক পদে উত্থানকে স্বাগত জানাচ্ছেন বিশ্বজোড়া হিন্দুত্বের জয়যাত্রার নিশান হিসেবে। আবার অনেকে মনে করছেন, মার্গারেট থ্যাচারের প্রধানমন্ত্রিত্ব যেমন

নারীবাদের জয় হিসেবে না-ও দেখা যেতে পারে— কারণ তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতাদর্শ মূলত রক্ষণশীল ছিল— সেরকম একই যুক্তিতে সুনকের উত্থানে ব্রিটেনের বর্ণবৈষম্যের সমস্যা অপসৃত হয়েছে তা বলা যায় না। ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে দীপাবলির প্রদীপশিখার আলোর প্রতীকী মূল্য যা-ই হোক না কেন, সাধারণ মানুষের জীবনের যে সমস্যা বা সংখ্যালঘুদের যে বাধাগুলোর মুখোমুখি হতে হয়, সুনকের প্রধানমন্ত্রিত্ব সেগুলোর সমাধানের রাস্তা কতটা আলোকিত করবে, তাঁর দলের রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। মনে রাখতে হবে, বারাক ওবামা দু'-দু'বার সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়া সত্ত্বেও সেই দেশে বর্ণবিদ্বেষের সমস্যা বেড়েছে বই কমেনি— সেখানে সুনক কেবলমাত্র টোরি পার্টির লোকসভার সদস্যদের ভোটে জয়ী হয়েছেন, সাধারণ নির্বাচন জেতেননি।

আমার মনে হয়, ব্যক্তিসত্তাভিত্তিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণের মূল সীমাবদ্ধতা হল, ব্যক্তিসত্তা একমাত্রিক নয়। সুনকের পরিবারের উৎস ভারতীয় উপমহাদেশ হলেও, তাঁর শিক্ষা, কর্মজীবন এবং রাজনৈতিক যাত্রাপথ ক্ষমতাসীন শ্বেতকায় ব্রিটিশ 'এলিট' সম্প্রদায়ের থেকে খুব আলাদা নয়। নিজস্ব এবং বৈবাহিক সূত্রে যে-বিত্তের মালিক সুনক, তাতে তিনি সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে ধনী লোকসভা সদস্যদের একজন। কিন্তু তার মানে তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যে কোনও সামাজিক তাৎপর্য নেই তা-ও নয়। আসলে ক্ষমতার দাঁড়িপাল্লায় অনেকগুলো বাটখারা থাকে, তার কোনও একটার ওপর মনোযোগ দিলে ভ্রান্তির সম্ভাবনা থেকে যায়।

একটু অন্যভাবে দেখলে, প্রশ্ন করা যায় যে, লেবার পার্টি অর্থনৈতিক দিকে থেকে আরও প্রগতিশীল হলেও, ঐতিহাসিকভাবে তাদের মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘুদের অনুপাত কম হওয়া মানে যে তারা 'বর্ণবিদ্বেষী' সেটা যেমন নয়, সেরকম টোরি পার্টির মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘুদের অনুপাত বেশি হওয়াও তাদের সামাজিকভাবে 'উদারপন্থী' হওয়ার প্রমাণ বলে ধরা যায় কি?

আসল কথা হল, সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা, অভিবাসন, কাঠামোগত বর্ণবিদ্বেষ এসব বিষয়ে কোনও সরকার কী নীতি নিচ্ছে, তার মধ্যেই তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের আসল পরীক্ষা। মনে রাখতে হবে, ব্রিটেনের প্রথম অ-শ্বেতকায় ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রীতি প্যাটেল, গৃহমন্ত্রী হিসেবে যাঁর নীতি অভিবাসীদের প্রতি খুব বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না। আর, লিজ ট্রাসের অতি স্বল্পমেয়াদী প্রধানমন্ত্রিত্বে যিনি এই দায়িত্ব নেন, সেই সুয়েলা ব্র্যাভেরমান জন্মসূত্রে ভারতীয় হলেও এ ব্যাপারে আরও-ই কট্টরপন্থী। তাঁর অনেক বিতর্কিত উক্তির একটি হল— ব্রিটিশ সাম্রাজ্য একটি 'কল্যাণকর' প্রকল্প ছিল। এবং আর-একটি, ভিসার মেয়াদ ছাপিয়ে যারা ব্রিটেনে থেকে যায়, তাদের মধ্যে প্রধান ভারতীয়রা। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, তিনি ঋষি সুনকের মন্ত্রিসভায় আবার গৃহমন্ত্রী পদে বহাল হয়েছেন।

আসলে ব্যক্তিসত্তা যেহেতু বহুমাত্রিক, সেরকম তার প্রতিটি আলাদা মাত্রার তাৎপর্য এক এককে মাপতে গেলে ভুল হবে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত হওয়ার জন্যই তাঁর বিদেশনীতি ভারতের প্রতি খুব বেশি বন্ধুত্বপূর্ণ হবে বা তিনি তাঁর অভ্যন্তরীণ নীতিতে অভিবাসী বা সংখ্যালঘু গোষ্ঠীদের প্রতি বিশেষ করে মনযোগ দেবেন— এমন আশা করা ভুল হবে। সেখানে যথাক্রমে বিশ্ব রাজনীতি এবং দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মূল সমস্যাগুলো বেশি গুরুত্ব পাবে। এবং তাঁর চিন্তায় কোন নীতি অবলম্বন করলে স্বল্পমেয়াদে তাঁর রাজনৈতিক স্থায়িত্ব এবং ২০২৪ সালের নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে টোরি পার্টির জেতার সম্ভাবনা বেশি হবে, সেই হিসেবই প্রাধান্য পাবে। আবার এটাও সত্যি যে ব্রিটেনের সামাজিক বিবর্তনের ঐতিহাসিক যাত্রাপথে উইনস্টন চার্চিলের (যাঁর বর্ণবিদ্বেষী এবং ভারতবিরোধী অবস্থান সর্বজনবিদিত) দলের প্রধানমন্ত্রী একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত অ-শ্বেতকায় অভিবাসীপুত্র, নিছক প্রতীকী উদাহরণ হিসেবে এই বিষয়টির তাৎপর্য বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সম্প্রতি একটা রসিকতা চালু হয়েছে যে, এখন ব্রিটেনে বড় হওয়া ভারতীয় ছেলেমেয়েদের মা-বাবারা বলবে, 'ঋষি সুনক প্রধানমন্ত্রী হল, আর তুই...!'

ব্যক্তিসত্তার রাজনীতির জটিল এবং পিচ্ছিল প্রাঙ্গণ থেকে তাই সুনকের প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে কী আশা করা যেতে পারে তার খুব একটা দিশা মিলবে না। বরং মন দেওয়া উচিত সুনকের সামনে মূল অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো কী এবং তিনি সেগুলো কীভাবে মোকাবিলা করবেন সেসবের দিকে।

মূল সমস্যা হল, ব্রেক্সিট এবং কোভিডের ফলে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার তলানিতে, তাই সরকারের খাতায় কর থেকে আয়ের চেয়ে ব্যয়ের পরিমাণ অনেক বেশি। বাজেটের যে ঘাটতি তা মেটাতে সরকারকে ঋণ নিতে হয়, কিন্তু তার ফলে সুদের হার বাড়ে। তার ওপর কোভিডের সময় জনস্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক সুরক্ষার খাতে সরকারি খরচ বেড়েছে (যা অর্থমন্ত্রী হিসেবে সুনক দ্বারা গৃহীত নীতিরই ফল)। আর ব্রেক্সিটের ফলে পণ্য ও শ্রম সরবরাহের যে ঘাটতি, যা এমনিতেই মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতার বীজ বপন করেছিল, তা এই মুহূর্তে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ধাক্কায় আকাশ ছুঁয়েছে। সুনকের সামনে যে অপ্রীতিকর সিদ্ধান্তগুলো অবধারিতভাবে অপেক্ষা করছে, তা হল বাজেটের ঘাটতি কমাতে করের হার বাড়ানো, এবং ব্যয় সংকোচ। এর কোনওটাই জনপ্রিয় নয়। আর অর্থনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে টোরি পার্টির মূলমন্ত্র-ই হল করের হার কমানো। লিজ ট্রাসের সরকার এই সংকটের মুখোমুখি হওয়ায় করের হার কমানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তাতে বাজেটের ঘাটতি মাত্রাতিরিক্তভাবে বাড়বে এবং তার ফলে সরকারের ঋণের ভার লাগামছাড়া হবে এই আশঙ্কায় সুদের হার বাড়তে থাকায় যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয় তাতে তাঁকে দ্রুত পিছু হটতে হয়, এবং সেই ডামাডোলে শেষমেশ তাঁর আসনই টলে গেল। সুনক বাস্তববাদী এবং আর্থিক নীতির পরিসরে তাঁর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা প্রশ্নাতীত। মূলত, এই কারণেই কয়েক মাস আগেও এই বিষয়ে তাঁর সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করে তাঁর জায়গায় ট্রাসকে প্রধানমন্ত্রী করা সত্ত্বেও এই সংকটে হাল ধরার জন্য টোরি পার্টি তাঁকেই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করেছে।

তাই সুনকের চ্যালেঞ্জ হল, একটি বৃত্তকে চতুর্ভুজ করার চেষ্টা। নমনীয় উপাদান ছাড়া এই কাজটি করা আক্ষরিকভাবেই অসম্ভব। উপযুক্ত নীতির প্রণয়নে, তার রূপায়ণে, এবং তা রাজনৈতিক ময়দানে সমর্থনযোগ্যভাবে উপস্থাপনা করার প্রয়াসে যথেষ্ট নমনীয়তা না দেখালে এই চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

তবে সুনকের স্বল্পমেয়াদি রাজনৈতিক ইতিহাসে তিনি এখনও অবধি সেই নমনীয়তার যথেষ্ট প্রমাণ দেখিয়েছেন। আদর্শগত দিক থেকে যদি কেউ দেখেন তাঁর সবকিছু যে প্রশংসাযোগ্য তা না মনে হতেই পারে। যেমন, রাজনৈতিকভাবে এর উদাহরণ হল— অর্থনৈতিক ঝুঁকি জানা সত্ত্বেও ব্রেক্সিটের সমর্থন, বরিস জনসনের নেতৃত্ব সম্পর্কে টোরি পার্টির মধ্যেই যথেষ্ট বিতর্ক সত্ত্বেও তাঁকে

জেরেমি করবিন

টনি ব্লেয়ার

গর্ডন ব্রাউন

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সমর্থন করে অর্থমন্ত্রী হওয়া, এবং বিতর্কিত গৃহমন্ত্রী সুয়েলা ব্র্যাভেরমান-কে পুনর্নিয়োগ। আর ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও উদাহরণ আছে— যেমন, ব্রিটেনে অর্থমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকান গ্রিন কার্ড ধরে রাখা এবং তাঁর স্ত্রীর বিপুল পৈতৃক সম্পত্তির ওপর ব্রিটেনে আয়কর এড়ানোর চেষ্টা এবং এগুলো নিয়ে বিতর্ক ওঠার পর দ্রুত পরিস্থিতি সামলাতে সেগুলো পরিত্যাগ করা। সুনক নিজে আন্তর্জাতিক মূলধনের বাজারে বিনিয়োগকারী ছিলেন এবং তাঁর নিজস্ব বিত্তের উৎস সেখানেই। তাই অনেকেই মনে করতে পারে যে, সুনকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং নির্বাচনী তহবিলে অর্থসমাগম হওয়ার সম্ভাবনার কারণে তাঁর অর্থনৈতিক নীতিতে এই ক্ষেত্রটির প্রতি পক্ষপাত থাকবে। কিন্তু এই সপ্তাহেই তিনি ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রক এই ক্ষেত্রটির ওপর জনস্বার্থে প্রত্যক্ষ নজরদারি রাখবে, যা লন্ডন শহরের আর্থিক মহলে ভালভাবে গৃহীত হয়নি। হতে পারে, অতীতের এক ব্রিটিশ রাজনীতিকের এই কথাটি সুনক খুব মন দিয়ে অনুধাবন করেছেন— রাজনীতিতে 'চিরবন্ধু' বা 'চিরশত্রু' বলে কিছু হয় না, আছে শুধু 'চিরায়ত স্বার্থসাধন'।

যতই হোক, অন্ধ আদর্শবাদী হলে রাজনীতিতে সফল হওয়া মুশকিল। যা চাই তা পাওয়া সম্ভব না হলে, কী সম্ভব আর তার মধ্যে কোনটা চাই, বাস্তববাদী রাজনীতিক সেভাবেই ভাবে। সাম্প্রতিককালে টনি ব্লেয়ার তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। ইরাক যুদ্ধে জনসমর্থন না থাকা সত্ত্বেও ব্লেয়ার তাঁর অভ্যন্তরীণ নীতির জনপ্রিয়তার কারণে তিনবার লেবার পার্টিকে নির্বাচনে জিতিয়েছেন। ওদিকে জেরেমি করবিন আদর্শগতভাবে বামপন্থীদের প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচনী ময়দানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, কারণ তিনি যে বাস্তবসম্মত বিকল্প নীতির রূপায়ণে সক্ষম হবেন, তা বিশ্বাসযোগ্যভাবে বোঝাতে পারেননি ভোটারদের। রাজনীতির ময়দানে তাই প্রয়োজন নমনীয়তার সঙ্গে দক্ষতার মিশেল।

তবে নমনীয়তা ও দক্ষতার সঙ্গে ভাগ্যেরও দরকার। এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি তাতে রাজনীতিক হিসেবে সুনক কতটা দক্ষ তার আসন্ন পরীক্ষা হল, টোরি সরকারের কিছুদিন অন্তর নেতৃত্বের সংকটের নিরসন করা এবং ব্রেক্সিটের স্বখাতসলিলে অর্থনীতির টলোমলো তরীর হাল ধরা। তবে আসল পরীক্ষা, ২০২৪ সালের ব্রিটেনের লোকসভা নির্বাচনে, যেখানে ভোটদাতাদের কাছে শুধু তাঁর নেতৃত্বেরই না, টোরি পার্টির ১৪ বছরের শাসনেরও মূল্যায়ন হবে। টোরি পার্টির সমর্থক না হলেও আমি চাইব এই দুই বছরে সুনক যেন সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল একটা জায়গা থেকে ব্রিটেনকে অন্তত কিছুটা সুস্থিত জায়গায় আনেন। তরীর যাত্রাপথ নিয়ে মতভেদ যতই থাক, টলোমলো অবস্থায় কান্ডারি যদি শক্ত হাতে হাল ধরতে পারে, তা সাধারণ মানুষের জন্যে আশ্বাসের কারণ হবে।

সুনকের চ্যালেঞ্জ হল, একটি বৃত্তকে চতুর্ভুজ করার চেষ্টা। নমনীয় উপাদান ছাড়া এই কাজটি করা আক্ষরিকভাবেই অসম্ভব। উপযুক্ত নীতির প্রণয়নে, তার রূপায়ণে, এবং তা রাজনৈতিক ময়দানে সমর্থনযোগ্যভাবে উপস্থাপনা করার প্রয়াসে যথেষ্ট নমনীয়তা না দেখালে এই চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

আশঙ্কা সত্ত্বেও আমি আশাবাদী। কারণ, সুনকের মধ্যে একটা রাহুল দ্রাবিড়-সুলভ শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যাপার আছে, যা শেষ যে প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে দেখেছি তিনি লেবার পার্টির গর্ডন ব্রাউন। তিনিও সুনকের মতো সাধারণ নির্বাচনে না জিতে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, এবং দৃঢ় হাতে ২০০৮ সালের আর্থিক সংকটের মোকাবিলা করেছিলেন। কিন্তু কঠিন অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্যে ব্রাউনকে কিছু শক্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয়, এদিকে ভোটাররা সুদিনের জন্য অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিলেন। তার ফলে ২০১০ সালে তিনি টোরি পার্টির আধুনিক ভাবমূর্তির প্রতীক ডেভিড ক্যামেরনের কাছে সাধারণ নির্বাচনে হারেন। সেই ক্যামেরন, যিনি চরম রাজনৈতিক অপরিণামদর্শিতা দেখিয়ে ব্রেক্সিট নিয়ে ২০১৬ সালে নির্বাচন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের অবসান ডেকে আনেন। শুধু তা-ই নয়, এর ফলে সারা দেশ ও টোরি পার্টিকে তিনি যে-সংকটে ফেলেন তার জের এখনও চলছে। তারই সূত্রে ক্যামেরনের পদত্যাগের পর গত ছয় বছরে তিন প্রধানমন্ত্রী পাল্টে সুনকের উত্থান।

আসন্ন চ্যালেঞ্জগুলোর সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা সুনক যদি করতে চান, তার জন্যে কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত তাঁকে নিতেই হবে, যদিও তার ফলে ভোটারদের অসন্তোষ হওয়া অবধারিত। ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনেই জানা যাবে সুনকের পরিণতি ব্রাউনের মতো হয়, না কি তিনি সত্যি ব্যতিক্রমী।